আমাদেরসময়

তারিখ ... 17 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৫...

এসএসসির উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষার ফল ২০ জুন

প্রতি উত্তরপত্রে ব্যয় ৮ টাকা নেওয়া হয় ১২৫ টাকা

এমএইচ রবিন •

পাবলিক পরীক্ষার খাতা পুনঃমূল্যায়নের নামে একরকম প্রতারিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এসএসসি ও এইচএসসিসহ পাবলিক পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল করতে না পেরে অনেক শিক্ষার্থীই খাতা চ্যালেঞ্জ করে থাকে। এসব আবেদনকারীর ধারণা, বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের খাতগুলো পুনঃমূল্যায়ন করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে পুনঃনিরীক্ষা করে বোর্ড। আবেদনকারীর উত্তরপত্রে প্রাপ্ত নম্বর গণনা, নম্বর প্রদানে ভুলভ্রান্তিসহ চারটি বিষয় দেখা হয়। তবে এজন্য বোর্ড অনেক বেশি ফি নিচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন আবেদনকারীরা।

বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ মে এসএসসি ও সমমানের ফল প্রকাশের পর উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আবেদন নেওয়া হয় ৩১ মে থেকে ৬ জুন পর্যন্ত। এবার ফল চ্যালেঞ্জের আবেদন করেছে ১ লাখ ২৯ হাজার ৩০১ শিক্ষার্থী, মোট ২ লাখ ৪৬ হাজার ২৯৩টি বিষয়ভিত্তিক খাতার পুনঃমূল্যায়নের। প্রতি বিষয়ে বোর্ড ফি ১২৫ টাকা করে এ খাতে বোর্ডগুলোর আয় প্রায় ৩ কোটি ৮ লাখ টাকা। আর ব্যয় প্রতি বিষয়ে মাত্র ৮ টাকা করে প্রায় ২০ লাখ টাকা।

পুনঃনিরীক্ষার ফি আদায়ের বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু বক্কর সিদ্দিক আমাদের সময়কে বলেন, ১২৫ টাকা করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিয়ে ৮টাকা দেওয়া হয় নিরীক্ষককে। আর বাকি অর্থ জমা হয় বোর্ডের তহবিলে। এখান থেকে বোর্ডের বিভিন্ন খাতে ব্যয় মিটানো হয়। বোর্ডের আয়ের ওপরই কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতনভাতা পরিশোধ করা হয়।

ফল চ্যালেঞ্জকারী আল-আমিন জানায়, পদার্থবিজ্ঞানে তার পরীক্ষা ভালো হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে 'এ-প্লাস' পায়নি কেন– এ প্রশ্নের জবাব পেতেই সে আবেদন করেছে। আরেক শিক্ষার্থী

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

প্রতি উত্তরপত্রে ব্যয় ৮ টাকা নেওয়া হয়

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) জানায়, ইংরেজিতে আমার নম্বর কম হওয়ার কারণে আবেদন করেছি। গণিতে ফল খারাপ হওয়ায় আবেদন করেন শিক্ষার্থী তানজিলা বলেন, পুনঃমূলায়ন করার জন্য তো আবেদন করি। এখন জানি পুনঃনিরীক্ষা হয়। তাহলে আবেদন করে লাভ কী? তার বাবা ইসলাম চৌধুরী বলেন, প্রতি বিষয়ে আবেদনের জন্য ১২৫ টাকা বোর্ড ফি কেন? নেওয়া হচ্ছে। অথচ খাতা মূলায়ন ঠিকমতো হয় না। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও পরীক্ষা বিষয়ে আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ বলেন, সাধারণত দুই ধরনের শিক্ষার্থী ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করেছে। যারা কৃতকার্য হয়নি, আর যারা কাঙ্ক্ষিত ফল করেনি। তবে আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ইদানীং জিপিএ-৫ পাওয়ার পরও যে বিষয়ে 'এ-প্লাস' পায়নি, সে বিষয়ের ফলও কেউ কেউ চ্যালেঞ্জ করে। মূলত উচ্চতর ভর্তিতে পরীক্ষার ফল গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এমন প্রতিক্রিয়া আসছে। তিনি বলেন, ঢাকা বোর্ডেই এবার আবেদন পড়ছে প্রায় ৮৫ হাজার।

জানা গেছে, ফল পুনঃনিরীক্ষার ক্ষেত্রে এবার সবচেয়ে বেশি আবেদন পড়েছে গণিতে। এর কারণ, গণিতে এবার প্রথমবারের মতো সৃজনশীল প্রশ্ন হয়। এ কারণে এতে খারাপ ফলকারীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।